জেন্ডার: সমাজ নির্মিত নারীর ভূমিকা ও প্রাসঙ্গিক কথা

দিলরুবা শাহানা

আফ্রিকা মহাদেশের কোন এক দেশে নারী বিষয়ক এক ওয়ার্কশপ বা কর্মশালায় এক ধাঁধা বা সমস্যা উপস্থাপন করেন এক বক্তা। উত্তর শুনার জন্য বিশ সেকেন্ড সময় নির্ধারিত হয়। ঘটনা হল:

‘‘হাই ওয়েতে এক হলুদ গাড়ীতে ডাক্তার তার ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছেন। পথে আচম্কা মারাত্মক দূর্ঘটনা ঘটলো। ডাক্তার তক্ষুনি মারা গেলেন। ছেলে ভীষনভাবে আহত। কাছাকাছি হসপিটালে নেওয়া হল। অপারেশন দরকার। ডাক্তার এলেন অপারেশনের করতে। আহতকে দেখেই আর্তনাদ করে উঠলেন ‘Oh! No! I can’t he is my son’.’’

কর্মশালায় সবাই মাথা ঘামালো। নানা উত্তর বের করলো। নারীপুরুষ মিলে বিশ মিনিট সময় ব্যয় করলো একই প্রশ্নে

‘ডাক্তারতো মারাই গেল ইনি আবার কে?’। বিশ মিনিট পর উত্তর পাওয়া গেল এক নারীর কাছ থেকে। ‘ছেলেটির মা-বাবা দুজনেই ডাক্তার ছিলেন’।

এই প্রশ্ন বা ধাঁধা আমি অনেক জনকে জিজ্ঞেস করেছি বিশ সেকেন্ডে কেউ উত্তর দিতে পারেন নি। কারন কি?

কারন আর কিছুই নয় নারীকে তার সামাজিকভাবে নির্ধারিত ভূমিকার (গৃহিনী, মা, বউ, কন্যা, অতিথি আপ্যায়নকারী, রুগীর সেবাদানকারী তাছাড়া বড়জোর শিক্ষয়ত্রী) বাইরে অন্যকোন পেশায় বা ভূমিকায় চট্ করে কল্পনায় আনতে পারিনা আমরা।

আর ঘরের কাজে নারীর অবদান বা যে শ্রম ও বুদ্ধি খাটান তাও তেমন গুরুত্ব দিয়ে বিবেচিত হয়না।

সত্তরের দশকে তাহেরুন্নেসা আব্দুল্লাহ্ (যিনি র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরুষ্কারেও ূভূষিতা হয়েছেন নারী সংক্রান্ত কাজের স্বীকৃতি হিসাবে) গবেষণার মাধ্যমে দেখান যে দৈনিক গৃহকর্মে নারীকে যে পরিশ্রম করতে হয় তা সাড়ে তিন মাইল হাটার মত শ্রমের সমতুল্য। সুতরাং এ থেকেই বোঝা যায় গৃহকর্মে ব্যস্ত নারী কি পরিমান পরিশ্রমসাধ্য কাজ করেন।

যে কোন কাজ পরিশ্রম ছাড়া হয়না এটা চিরন্তন সত্য। তবে নারীর ক্ষেত্রে সেই পরিশ্রমঢালার জন্য কোন ধন্যবাদ বা সহমর্মিতা, কোন স্বীকৃতি বা মূল্যায়নে বড় অনিহা বা সদিচ্ছার অভাব প্রায় সব সমাজেই দেখা যায়।

নারীকে সামাজিক ভাবে নির্মিত ভূমিকা (Socially constructed role) পালনের পাশাপাশি প্রকৃতদত্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়। পৃথিবীতে মানব সম্পদ আনার মত ভীষন কঠিন ও গৌরবের কাজও নারীর কাধে অর্পিত। দুই ভূমিকাকে পালনের জন্য পারিপার্শ্বিক যে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা দরকার তা বড় সংকীর্ন বা সীমিত। সে পরিবারে বা সমাজে বা রাষ্ট্রে যেখানেই হউক না কেন।

যখন সেই সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রয়োজন মত প্রদান করা হবে তখনই নারীর এই দ ুরহ ভূমিকা পালনে স্বাছন্দ্য আসবে।

বর্তমানে স্বাচ্ছন্দ্যতো দূরে থাক বাস্তব অবস্থা বরং উল্টো। সাংসারিক কাজ বা গৃহকর্ম কিছুদিন আগেও যা কাজ হিসাবেই ধরা হতোনা। যেহেতু জিডিপি(GDP)তে এই কাজের অবদান অন্তর্ভূক্তি জটীল প্রয়াস বলে অবহেলিত বা অগোচরে ছিল।

আর সংসারেও ঐ কাজ কারও চোখে পড়তো না, আর পড়লেও সামান্য নগন্য কাজ বলেই বিবেচিত হয়ে এসেছে।

গত ৮ই মার্চে সিডনীতে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে কৌতুক ছলে আনিসুর রহমান যে কাল্পনিক দৃশ্য রসচ্ছলে বর্ননা করেছেন তা এক নিষ্ঠুর বাস্তবতা। ঘরের কাজ যদি কাজই নয় তা হলে মেয়েরা ঐ কাজ করা থেকে বিরত থাকলে অনেক ঘরবাড়ীই বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে এতে কোন সন্দেহ নেই।

ঘরে মেয়েরা যতো কাজই করুক না কেন তা কাজ বলে মানতে অনেকের অসুবিধা হয়। তবে সচেতন মানুষও কেউ কেউ আছেন যাদের ধ্যানধারনা ও পদক্ষেপ শিক্ষনীয়।

নারীর গৃহস্থালী কাজ বিষয়ে নানা দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়ে বাস্তব কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক।

প্রথম ঘটনায় তিনটি ছোট বাচ্চা নিয়ে এক গৃহিনী বিদেশে সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমে ঘেমেনেয়ে চূড়ান্ত। তারপরও সংসারের সব কাজ যথাযথ করতে সদা সচেষ্ট শুধু নিজেরটুকু ছাড়া। বিশ্রাম দূরের কথা খাওয়া গোসলও হয়না সময়মতো। স্বামী বিকালে বা সন্ধায় ফিরলে কোনমতে দৌড়ে ঝাপিয়ে গোসল সেরে আসেন। এ নিয়ে স্বামীর অনুযোগ

'সারাদিন কি এমন কাজ কর যে গোসলও সারতে পারনা।'

অনুযোগ শুনতে শুনতে মহিলারও ধৈর্য হার মানলো। কর্মক্লান্ত ত্যক্তবিরক্ত স্বামীকে হেসে বললেন 'এক কাজ কর একটা ক্যামেরা চালিয়ে রেখে যাও তাতে ধরা থাকবে সারাদিন কিভাবে কাটে আমার।'

এবারের গৃহিনী ও পারিবারিক ব্যবসায় শ্রমদানে ব্যস্ত নারীর কাজকে কিভাবে মূল্যায়ন করছেন তার স্বামী তাই দেখা যাক। ঘরের কাজে দারুন দক্ষ ও প্রতুৎপন্ন এই নারী সংসারের প্রয়োজনে ব্যবসায়ে শ্রম দিতে শুরু করলেন। খাবারের ব্যবসা তাই মাছমাংশ, শাকসব্জী কাটাকুটি, ধুয়াবাছাতো আছেই তারপর রান্না ও পরিবেশনও করতে হয় ত্রুটিহীন ভাবে। কবি সুকান্তের 'রানারের রাত্রিগুলো কিনে নেওয়া হয়েছিল অল্পদামে' আর এই নারীর জীবনের দিনরাতকে সংসার কিনে নিয়েছে বিনামূল্যে। উপলব্ধি নাই, সহমর্মিতা নাই আছে তুচ্ছ মন্তব্য

'ঘরে থাকলেও রান্নাবাড়া করেন বাইরেও তাই করছেন এর আর কি এমন কাজ।'

এবার বলছি বিচারপতি কে. এম. সোবহান কিভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সহমর্মিতা দেখিয়েছিলেন সেই নারীদের যারা সংসারে শতকর্মে ব্যস্ত।

একবার দুপুর তিনটার দিকে আমরা ক'জন মিটিংএ বসেছি আইন ও সালিস কেন্দ্রে। সবাই আইনজীবী। কেউ ল' চ্যাম্বার থেকে, কেউ আদালত থেকে কেউ বা অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে গেছি। সোবহান স্যার বিচারপতি থেকে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত তাই বাসা থেকেই এসেছেন। সবার দুপুরের খাওয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলেন। তারপর বললেন 'যদি একটা দেড়টার মাঝে এদিকে আস তবে আমার বাসায় এসে আমার সাথে খেতে পার। এরপরে হলে একটু অসুবিধা আছে আমার।'

আমরা বা আমাদের মাঝে কেউ একজন জানতে চাইল কারনটা কি। সোবহান স্যার যা বললেন তা নারীর সামাজিক ভাবে নির্মিত ভূমিকা (যে ভূমিকায় সমাজ নারীকে রান্নাবান্না ও সংসার সন্তানের দেখভাল করার কাজই প্রধানতঃ দিয়েছে) বিষয়ে সংবেদনশীল ও উদারমনা মানুষই শুধু পারেন বলতে।

'কারনটা হল এরপরে আমার স্ত্রী কাজকর্ম সেরে এই সময়ে একটু বিশ্রাম নেন আর কাজের মেয়েটিও অবসর কাটায় কিছুটা সময়। এই সময়ে মেহমান এলেও আমি তাদের চা নাস্তা দেওয়ার জন্য ওদের ব্যতিব্যস্ত করতে সংকুচিত হই।'

নারীর প্রয়োজন বা চাহিদার প্রতি খুব কমই খেয়াল রাখে কেউ। প্রয়োজন বা চাহিদা বলতে পোষাকআসাক, গয়নাগাটি পারফিউমের কথা বলছিনা। ঐ গুলো বাহ্যিক চাহিদা, এ না চাইলেও হয়ে যায় বা হতে পারে। তবে অনেকেরই ঐ প্রয়োজন মিটানোরও সামর্থ্য থাকেনা তাও ঠিক। অন্তরের চাহিদা বা আত্মিক চাহিদার বিষয়টি অনুভব করে নিতে হয়।

লেখিকা সেলিনা হোসেনের সাথে একান্তে কিছুটা সময় কাটাই। সারাজীবন চাকরি করেছেন, স্বামী সন্তান সংসার সবকিছুর মাঝেও এতো লেখালেখি! সমাজ নির্মিত ভূমিকা ছাড়াও ছিল ও আছে তার অসাধারন সৃজনশীলতা। কিভাবে করেছেন এতো কাজ এই ছিল আমার জানার আকাঙ্খা। তাঁর মুখেই শুনতে পেলাম উঁনার স্বামী বলতেন

'রান্নাতো কাজের বুয়াও করতে পারে, তাইনা।'

স্ত্রীর সৃজনশীলতার প্রতি সহমর্মী ও সংবেদনশীল স্বামী ঠিকই অনুভব করেছিলেন একান্ত কিছু সময় যে কত প্রয়োজন তাঁর স্ত্রীর সৃষ্টির কাজে। সেই অমূল্য সময় প্রতিদিনের রান্নায় ব্যয় না হওয়াই উত্তম।

সেলিনা হোসেন জেন্ডার নিরিখে বলেছিলেন তাঁর মা-বাবার কথাও। বাবা রোজগার করে মায়ের হাতে তুলে দিতেন আর মা অসাধারন দক্ষতায় ঐ অর্থে সংসার চালিয়েছেন। তাঁর বাবা একবার সেলিনা হোসেনের মায়ের বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন

'প্রধান মন্ত্রী করা হলে সে কাজও তোর মা করতে পারবে।'

এইযে স্ত্রীর শক্তিকে অনুভব ও তার উপর আস্থা এ হচ্ছে জেন্ডার স্পেসিফিক ভূমিকার বাইরেও নারীর দক্ষতা ও শক্তির মূল্যায়ন।

নারীর আত্মিক চাহিদার দেখভাল বিষয়ে আমার একটি পর্যবেক্ষন আমি লেখিকাকে বর্ননা করি।

এ চিত্র একান্ত কাছে থেকে দেখা। বিরাট পরিবার। সন্তানসন্ততিও কম নয়। তার উপর আত্মীয়স্বজনও রয়েছেন মেলা। বাড়ীর গৃহিনীর জীবন 'রাঁধার পরে খাওয়া ও খাওয়ার পরে রাঁধা' এই চাকাতে ছিল বাঁধা। সামাজিকতা রক্ষার তাগিদে বাইরে যেতেন কখনো সখনো, আত্মার আনন্দসন্ধানে নয়। ততো ধনীও ছিলেন না যে আনন্দ ভ্রমন করবেন। ঐ সময়ে নাটক বা গানটানের অনুষ্ঠানও তেমন হতোনা। ঐ মধ্যবিত্ত বাড়ীতে বরাবর দু'টো খবরের কাগজ রাখা হতো। বাবা ও সন্তানরা ইংরেজী কাগজ পড়তো। সন্তানদের ইংরেজী শিখার সহায়ক হিসাবে ইংরেজী পত্রিকাও ছিল প্রয়োজন। মা বা যিনি গৃহিনীও বাংলা কাগজ ছিল তার নিত্যপাঠ্য। দুই কাগজ খরচান্ত ব্যাপার তবুও স্ত্রীর আত্মিক চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল বাবা বাংলা কাগজও বরাবরই রেখেছেন।

সেলিনা হোসেন বলেন

'একে বলে জেন্ডার চাহিদা অনুভব বা উপলব্ধি করা।'

সমাজ নির্ধারিত বা অর্পিত ভূমিকা পালনতো আছেই তার বাইরে বা তারই মাঝে থেকেও নারীর কাজ বা দক্ষতাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে জেন্ডার ভিত্তিক পারস্পরিক দেখভাল। ঐ সামান্য দৈনিক পত্রিকা নারীর মানসিক বিকাশের একটি চাহিদা মাত্র বা মনের ক্ষুধা মিটানোর অসাধারন একটি উপকরন।

একজন উচ্চশিক্ষিতা বেশবাসে নিখুঁত মহিলাকে বলতে দেখেছি যে তার আশা একদিন চাকরী পেলে একটি নামকরা পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক উনি হবেন।

মেয়েরা সংসারের প্রয়োজনে অনেক ইচ্ছা বিসর্জন দেন, এমনকি পেশা থেকেও সরে দাড়ান। সেই ত্যাগের জন্য কোন ধন্যবাদ তার ভাগ্যে জোটেনা।

এমন উদাহরন আছে কেউ এক মেধাবী নারী স্কলারশীপ পেয়ে Ph.D করতে বিদেশে আগে থেকে অধ্যানরত স্বামীর কাছে আসেন। বছর দুই পরে স্বামীর পড়াশুনা শেষে দেশে ফিরে আসেন স্বামীর সঙ্গে ঐ নারীও। তার Ph.D ত্যাগ করার জন্য কেউ মাথার হ্যাট খুলে মাথা ঝুকিয়ে তাকে অভিনন্দন জানায়নি, এই ত্যাগের জন্য সম্মানিত হননি।।

এবারের উদাহরন দিচ্ছি আমার এক শিক্ষকের কাছে শুনা ঘটনা থেকে। সোভিয়েট ইউনিয়নে অধ্যায়নের শেষ বর্ষে আমাদের আইন অনুষদের প্রধান ইভান ইভানোভিচ লুকাশুক বলেছিলেন এই সত্যি ঘটনাটি।

মস্কো ইউনিভার্সিটিতে অত্যন্ত গৌরবের সাথে Ph.D শেষ করার পরপরই এক তরুণকে ঐ সম্মানিত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের পদ প্রদান করা হয়। উক্ত তরুণ বিনয়ের সাথে ঐ প্রস্তাব গ্রহনে অপারগতা প্রকাশ করেন। কারন জানতে চাইলে উনি জানান যে মস্কোর প্রচন্ড ঠান্ডা তার রুগ্ন স্ত্রীর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তাই উষ্ণ জায়গা তাশখেন্দে যাওয়াই তাদের জন্য উত্তম।

স্ত্রীর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে যে তরুণ নিজের জীবনের সুবর্নসুযোগ বিসর্জন দিলেন সেদিন ঐ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপস্থিত গুণীজনেরা হ্যাট খুলে মাথা ঝুকিয়ে ঐ তরুণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন।

অনেক নারীই এমন ত্যাগ স্বীকার করেন তবে তার প্রতি মাথা ঝুকিয়ে সৌজন্য প্রদর্শনে সমাজের বড় কৃপনতা।